উত্তর-দানকারী পিতা

(The Answering Father)

মথি লিখিত সুসমাচার ৭ অধ্যায় ৭-১১ পদ

আজ ২০১৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম প্রভুর দিন। নতুন বৎসরের উপাসনায় আমরা যোহন লিখিত সুসমাচার ২১ অধ্যায় থেকে দেখেছিলাম, যীশু তাঁর প্রেরিতশিষ্য পিতরকে তিনবার প্রশ্ন করেছিলেন, ***"তুমি কি আমাকে ভালোবাস?"*** নিজেকে ভালোবেসে, নিজেকে রক্ষা করার জন্য যীশুকে তিনবার অস্বীকার করার পর পিতরের পক্ষে এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না। তথাপি, পিতর তিনবারই উত্তর দিয়েছিল, ***"হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।"*** পিতরকে অনুসরণ করে, আমরাও অঙ্গীকার করেছি, ২০১৬ খ্রীস্টাব্দে আমরাও আমাদের প্রভুকে অন্য সমস্ত বিষয় ও ব্যক্তি অপেক্ষা সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বেশি ভালোবাসব।

এখন, আমরা যদি আমাদের প্রভুকে বেশি ভালোবাসি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে একান্তে আরও বেশি সময় কাটাতে চাইব; তাঁর কথা শুনব (বাইবেল পাঠের মাধ্যমে) এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলব (প্রার্থনার মাধ্যমে)। এখন, বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকেই প্রার্থনা করে থাকি। কেউ কেউ অবিরত প্রার্থনা করি, কেউ বা মাঝে-মধ্যে প্রার্থনা করি, কেউ আবার কেবল বিপদে পড়লে প্রার্থনা করি। যাইহোক, আমরা প্রত্যেকেই প্রার্থনা করি। আর প্রার্থনা যখন করি, তখন যে প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের মনে জেগে থাকে, তা হল, **ঈশ্বর কীভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন?** এ বিষয়ে বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষা কী, তা জানা থাকলে, আমরা নিরুৎসাহিত না হয়ে, প্রভুর কাছে আরও বেশি প্রার্থনা করতে পারি। আজ আমরা মথি লিখিত সুসমাচার ৭:৭-১১ পদকে ভিত্তি করে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করব।

প্রার্থনার উত্তর লাভ সম্বন্ধে যদি আমাদের প্রশ্ন করা যায়, তাহলে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন কথা বলবেন, (১) আমার বাবা যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিলেন, তখন তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য, আমি কত প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর আমার সেই প্রার্থনা শোনেননি। (২) আমার স্বামী যাতে চার্চে আসে, তার জন্য আমি কত প্রার্থনা করছি, কিন্তু চার্চে আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ এখনও তার মধ্যে নেই। (৩) একটা চাকরির জন্য কত দিন প্রার্থনা করছি, কিন্তু এখনও তার সন্ধান পেলাম না। (৪) একটি সন্তানের জন্য আমরা কত প্রার্থনা করছি, কিন্তু একের পর এক সন্তান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। (৫) পরীক্ষায় পাশ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু ফেল করলাম। আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে ধারণা আমাদের মনে ডানা বাঁধতে শুরু করে, তা হল, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন না, সেই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। আর এই ধারণা আমাদের মধ্যে যত দৃঢ় হয়, আমরা তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা উপস্থিত করতে তত অনিচ্ছা প্রদর্শন করি। আমরা কেবল মুখেই তাঁকে ভালোবাসার কথা বলি, আসলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা চরিতার্থ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ না হলে, আমরা অন্য কথা বলি।

কিন্তু সত্য হল, একটি বিষয়ে আমরা অন্য সমস্ত বিষয় থেকে বেশি নিশ্চিত হতে পারি, আর তা হল, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও উত্তর দেন। বিশ্বাসযুক্ত এমন কোনও প্রার্থনা নেই, অতীতে ঈশ্বর যার উত্তর দেননি, কিংবা আগামী দিনে উত্তর দেবেন না। গীত ১১৬:১ পদে, গীতরচক এমন সাক্ষ্য দিয়েছে, ***"আমি সদাপ্রভুকে প্রেম করি, কারণ তিনি শোনেন আমার রব ও আমার বিনতি।"*** আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে যীশু পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, ***"যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া যাবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া যাবে"*** (মথি ৭:৭)। হ্যাঁ, ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি কীভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন, তা আজ আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।

ক। আমাদের প্রার্থনা বা বিনতির <u>বিষয়বস্তু যদি ভুল হয়</u>, তাহলে সেই প্রার্থনার উত্তর হল, "<u>না</u>"। বিশ্বাসী হয়েও, আমরা অনেক সময় এমন অনেক বিষয় প্রার্থনা করে থাকি, যেগুলি সঠিক নয় কিংবা উপযুক্ত নয়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এমন প্রার্থনার ক্ষেত্রে, ঈশ্বর সর্বদাই ''না'' বলে থাকেন। মথি ৭:৯-১০ পদে যীশু বলেছেন, ***''তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, নিজের ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, কিংবা মাছ চাইলে তাকে সাপ দেবে?''*** কিন্তু ছেলে যদি পাথর চায়, কিংবা সাপ চায়, তাহলে কি কোনও পিতা তার ছেলেকে তা দেবে, যা তার ক্ষতি করতে পারে? অনেক সময়, সন্তান আমরা আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনে ক্ষতিকারক, এমন অনেক বিষয় চেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের মঙ্গল চিন্তা করে, সেই সমস্ত ক্ষতিকারক বিষয় থেকে আমাদের দূরে রাখেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, তিনি যদিও আমাদের ভালোর জন্যই ''না'' বলেন, আমরা তাঁকে ভুল বুঝি। আর তাই আমাদের ক্ষতি করতে পারে, এমন বিষয় লাভ করতে বা প্রার্থনার উত্তর পেতে আমরা আমাদের দ্বারা বিভিন্ন শর্ত পূরণের কথা বলি, তাঁর বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা দাবি করার কথা বলি, বিভিন্ন কাজ করার কথা বলি। কিন্তু আমাদের প্রার্থনার উত্তর-দানে ঈশ্বরের দাবি, ঈশ্বরের অধিকার, ঈশ্বরের গৌরব, বা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে আমরা ভুলে যাই।

আর তাই আমাদের বেশির ভাগ প্রার্থনাই হল আত্ম-কেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। একবার যীশুর দুই শিষ্য যাকোব ও যোহন যীশুর কাছে এসে এমন যাচনা করেছিল, ***''হে গুরু, আমাদের বাঞ্ছা এই, আমরা আপনার কাছে যা যাচনা করব, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।''*** যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ***''তোমাদের বাঞ্ছা কী?''*** তারা উত্তর দিয়েছিল, ***''আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হলে আমাদের একজন আপনার ডান পাশে, আর অন্য জন আপনার বাম পাশে যেন বসতে পাই।''*** তাদের এই প্রার্থনার উত্তরে যীশু বলেছিলেন, ***''তোমরা কী যাচনা করছ, তা বোঝ না।''*** (মার্ক ১০:৩৫-৩৮)। যীশু সেদিন তাদের সেই ভুল বিষয়ে প্রার্থনার প্রতি সরাসরি ''না'' উত্তর দিয়েছিলেন।

আরও একবার যীশু যখন জেরুশালেম যাবার পথে শমরীয়দের কোনও একটি গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সেই গ্রামের লোকেরা যীশুকে গ্রহণ করেনি। তা দেখে রেগে গিয়ে যীশুর এই দুই শিষ্য, যাকোব ও যোহন যীশুকে এমন কথা বলেছিল, ***''প্রভু, আপনি কি ইচ্ছা করেন, . . . আমরা বলি, আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ছাই করে দিক?''*** এ ক্ষেত্রেও তাদের প্রার্থনার বিষয়বস্তু সঠিক ছিল না, আর তাই, তাদের সেই প্রার্থনার প্রতি যীশু কেবল ''না'' বলেননি, তিনি তাদের তিরস্কারও করেছিলেন (লূক ৯:৫১-৫৬)।

যীশুর সেই দুই শিষ্যের নায় আমরাও একই ভুল করে থাকি। আমরাও আত্ম-কেন্দ্রিক, স্বার্থপর প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করে থাকি। বিভিন্ন ভুল বিষয়ে আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে বিনতি করে থাকি। তাঁকে আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান বলেও, আমরা স্বার্থচেষ্টা করতে সিদ্ধহস্ত। আর তাই তাঁর কাছে আমরা বিভিন্ন ভুল বিষয়ে বিনতি করে থাকি। তাই, আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন বিনতি তাঁর কাছে আনি, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, (১) এই প্রার্থনা বাইবেলের শিক্ষার বিরোধী কি? (২) এই প্রার্থনা কি আত্ম-কেন্দ্রিক ও স্বার্থপর? (৩) এই প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরব চেষ্টা করে কি?

কোনও শিশু যখন আগুন নিয়ে খেলা করতে চায়, তখন তার মঙ্গলকামী পিতা কখনও তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন না। ঠিক একই ভাবে, আমাদের জীবনে সব থেকে উত্তম বিষয়টি কী, তা কেবল তিনিই জানেন। আমাদের প্রয়োজন, তাঁর উত্তরকে আমরা যেন সর্বদা সাদরে গ্রহণ করি। তিনি সার্বভৌম, তাই ভুল প্রার্থনার প্রতি তিনি ''না'' বলে থাকেন।

খ। যে বিষয়ে আমরা প্রার্থনা করছি, তার <u>সময় নির্ধারণে আমরা যদি ভুল</u> করি, তাহলে তিনি আমাদের <u>ধীরে চলতে</u> বলেন। আজ আমরা যে জগতে বাস করছি, তা আমাদের পূর্বের জগৎ থেকে অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাই, আমরা অপেক্ষা করতে পারি না, আমরা অধৈর্য হয়ে উঠি। এই সত্য আমাদের প্রার্থনার প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। আজ আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে কোনও বিষয়ে প্রার্থনা করি, তখন আমরা সেই প্রার্থনার তাৎক্ষণিক উত্তর চাই।

আমরা আমাদের মণ্ডলীতে গত বৎসর, পুরাতন নিয়ম থেকে যোষেফের বিষয় শিখেছি। যোষেফ সেই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

স্বপ্ন দেখায় তার দাদারা তাকে হিংসা করতে শুরু করেছিল। তাই তার স্বপ্নকে ধ্বংস করতে, তারা তাকে ধরে বিদেশীদের কাছে বিক্রি পর্যন্ত করে দিয়েছিল। এরপর যোষেফ মিসরে উপস্থিতি হয়, এবং সেখানে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করার পর, জেলে পর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে শেষে সে মিসরের প্রধানমন্ত্রী হয়। আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি, প্রধানমন্ত্রী হবার আগের দিন পর্যন্ত যোষেফ তার কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে ঈশ্বরের কাছে কত প্রার্থনা করেছিল। কয়েক দশক ধরে প্রার্থনা করার পর, ঈশ্বর যোষেফকে তাঁর সময় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপলব্ধি দিয়েছিলেন, যখন সে তার দাদাদের এমন কথা বলতে পেরেছিল, ***"তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন; আজ যেমন দেখছ, এইভাবে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল"*** (আদি ৫০:২০)।

আমাদের জীবনের জন্য সব থেকে উৎকৃষ্ট বিষয় কী, তা কেবল তিনি জানেন। তাঁর ও আমাদের পথ এক নয়। যিশাইয় ভাববাদি পুস্তকে ঈশ্বর এমন কথা বলেছেন, ***"আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ ভূতল থেকে আকাশমণ্ডল যত উচু, তোমাদের পথ থেকে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উচু"*** (যিশাইয় ৫৫:৮-৯)। রোমীয় ৮:২৮ পদে পৌল লিখেছে, ***"আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে।"*** সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের প্রয়োজন তাঁতে আস্থা রাখা, নির্ভর করা। আমাদের প্রার্থনার উত্তর কখন দিতে হবে, তা তিনি আমাদের থেকে অনেক ভালো জানেন। তিনি যখন আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে দেরি করেন, তখন যেন আমরা অধৈর্য না হই; তাঁর উত্তমতায় ক্রমশ নির্ভর করি। আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে দেরি হবার পেছনে কারণ আছে। হয়ত, আমাদের জীবনের জন্য তাঁর অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে, যা আমরা এখনও জানি না। হয়ত, সেই প্রার্থনার উত্তর ভোগ করার জন্য আমরা এখনও পরিপক্ক হইনি, তাই তিনি আমাদের আরও ধৈর্যশীল, ও তাঁর প্রতি আস্থাশীল করছেন। এ বিষয়ে আমেরিকার ঈশতাত্ত্বিক রেইনহোল্ড নীবরের ন্যায় প্রার্থনা করতে পারি, *"ঈশ্বর, আমি যে সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তন করতে পারি না, তাদের মেনে নেবার প্রশান্তি তুমি আমাকে দাও; আমি যে সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তন করতে পারি, তাদের পরিবর্তন করার সাহস তুমি আমাকে দাও; আর তাদের মধ্যে পার্থক্য জানার জন্য দাও তোমার জ্ঞান।"*

গ। যদি আমাদের <u>নিজেদের মধ্যে কিছু ভুল</u> থাকে, তাহলে তিনি আমাদের <u>বৃদ্ধি পেতে</u> বলেন। আমরা যখন বিভিন্ন বিষয় প্রার্থনা করেও উত্তর পেতে ব্যর্থ হই, তখন আমরা প্রায় সকলেই ঈশ্বরের প্রতি আঙুল তুলে থাকি। আমরা সাধারণত এমন কথা বলে থাকি, *"তিনি বলেছেন, যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; অন্বেষণ কর, তোমরা পাবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই তো হল না। আসলে, তিনি আমার প্রার্থনা শোনেনই না, তিনি আমার প্রার্থনার উত্তর দিতেও পারেন না।"*

কিন্তু প্রার্থনার উত্তর না পেয়ে, এইভাবে আমরা যখন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আঙুল তুলি, তাঁর মধ্যে সমস্যা দেখতে পাই, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে সমস্যা দেখতে ভুলে যাই। আমাদের মধ্যে কেউ কি এমন কথা বলি, *"আমার মধ্যে কি কোনও সমস্যা আছে? আমি যে আমার প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছি না, তার জন্য কি আমিই দায়ী?"* গীতরচক এমন কথা বলেছে, ***"যদি চিত্তে অধর্মের প্রতি তাকাতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না"*** (গীত ৬৬:১৮)। এর অর্থ, আমি যদি প্রভুর প্রতি অবাধ্যতার জীবন যাপন করি, আমি যদি প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, তাহলে ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দেন না। অবশ্য, এই কথার অর্থ, এমন নয় যে, আমাকে আমার প্রার্থনার উত্তর পেতে হলে, নিখুঁত জীবন যাপন করতে হবে। না, তা নয়। তিনি আপন সার্বভৌমত্বে, নিজের ইচ্ছানুসারে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি আমার পাপপূর্ণ ইচ্ছা চরিতার্থ করে যাব, আর তাঁর কাছ থেকে আমার প্রার্থনার উত্তর চাইব, তা-ও হতে পারে না।

১পিতর ৩:৭ পদে পিতর লিখেছে, ***"স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলে, স্বামীরা, তাদের সঙ্গে জ্ঞানপূর্বক বাস কর, তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারী জেনে সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।'' এই পদ অনুসারে, আমরা আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহার না করায়, আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছি না। মালাখি ৩:৭-১২ পদে, ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, ***"তোমরা আমার বিধিকলাপ থেকে সরে পড়েছ, সেই সকল পালন কর নাই। আমার কাছে ফিরে এস, আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব, . . . দশমাংশে ও উপহারে . . .।''***

আমরা যদি ঈশ্বরকে ও তার বাক্যকে অবহেলা করি, ঈশ্বর কেন আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে যাবেন? আমরা যদি আমাদের জীবনে বিভিন্ন পাপ পুষে রাখি, তা স্বীকার না করি, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের প্রার্থনার উত্তর আশা করতে পারি না। আর তাই, আমরা যখন আমাদের প্রার্থনার উত্তর পেতে ব্যর্থ হই, তখন আমাদের আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে: ঈশ্বর যেন সেই সমস্ত পাপ দেখিয়ে দেন এবং আমরা তা তাঁর কাছে স্বীকার করি। ২বংশাবলি ৭:১৪ পদে, আমরা প্রভুর প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করতে পারি, ***"আমার প্রজারা, যাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, তারা যদি নম্র হয়ে প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং তাদের কুপথ থেকে ফেরে, তবে আমি স্বর্গ থেকে তা শুনব, তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ আরোগ্য করব।''***

আমরা যখন আমাদের পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করি, তখন আমরা খ্রীস্টে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই। তখন আমরা আত্ম-কেন্দ্রিক ও স্বার্থপর প্রার্থনা করার পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করি, এবং তাঁর উত্তর পাই।

ঘ। যখন প্রার্থনার <u>বিষয়বস্তু, সময়-নিধারণ ও আমরা নিজেরা সঠিক</u> হই, তখন তিনি আমাদের প্রার্থনার প্রতি "<u>হ্যাঁ</u>" উত্তর দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবার আগে তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তান হিসাবে আশীর্বাদ করতে চান। তাঁর সন্তান হয়েও যখন আমরা সন্তানের আচরণে ব্যর্থ হই, তখন তিনি প্রথমে আমাদের পরিবর্তিত করেন। আর আমরা যখন পরিবর্তিত হই ও তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সেই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। ১যোহন ৪:১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছু যাচনা করি, তবে তিনি আমাদের যাচনা শোনেন।''***

পিতামাতা হিসাবে আমরা যে বিষয় সব সময় ইচ্ছা করে থাকি, তা হল, আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন সঠিক বিষয় চায়। তারা যখন ছোট থাকে, তখন তাদের পক্ষে কী ভালো, তা না বুঝে, অনেক বিষয় আবদার করে। কিন্তু তারা যত বড়ো হয়, তাদের আবদার তত সঠিক হয়। মথি ৭:১১ পদে বলা হয়েছে, ***"তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করতে জান, তবে এটা কত বেশি নিশ্চিত যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, তাদের উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করবেন।''*** হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে যা উত্তম, এমন দ্রব্যই তিনি দিয়ে থাকেন। আর, আমাদের পক্ষে কী উত্তম, তা তিনিই সবথেকে ভালো জানেন। তাই, আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করতে শিখতে হবে।

আমাদের অনেকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ভুল ধারণা আছে। সেই সমস্ত ভুল ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের ঈশ্বর কোনও এ.টি.এম মেশিন নন, যে প্রার্থনার কার্ডের দ্বারা তাঁর কাছে যা চাইব, তা পাব! তিনি আলাদিনের প্রদীপের জিনও নন, যে প্রার্থনার প্রদীপ ঘষলেই, তিনি এসে উপস্থিত হবেন, ও আমরা তাঁকে যা আদেশ করব, তা তিনি পালন করতে বাধ্য থাকবেন! আমরা আমাদের প্রার্থনার দ্বারা তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করি না, তাঁকে আমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করি না, আমাদের দাবি পূর্ণ করতে তাঁর উপর জোর-জুলুম চালাই না। পরিবর্তে, প্রার্থনার দ্বারা আমরা তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করি, তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের জীবনে মেনে নিই, সম্মান করি। যীশুকে অনুসরণ করে বলি, ***"আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক''*** (লূক ২২:৪২), ***"তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও হোক''*** (মথি ৬:১০)।